



5538 - মাহরাম পুরুষ কারা; যাদরে সামনে নারীর পর্দা করতে হয় না

প্রশ্ন

যে সব পুরুষের সামনে নারীর পর্দা না-করা জায়গে তারা কারা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর পর্দা না করা জায়গে।

নারীর জন্য মাহরাম হচ্ছে ঐসব পুরুষ যাদের সাথে উক্ত নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক চরিতরে হারাম; সটো ঘনষিট আত্মীয়তার কারণে। যমেন পতি, যত উপররে স্তররে হোক না কনে। সন্তান, যত নীচরে স্তররে হোক না কনে। চাচাগণ। মামাগণ। ভাই। ভাই এর ছলে। বোনরে ছলে।

কথিবা দুধ পানরে কারণে। যমেন- নারীর দুধ ভাই। দুধ-মা এর স্বামী।

কথিবা বৈবাহিক সম্পর্করে কারণে। যমেন- মা এর স্বামী। স্বামীর পতি, যত উপররে স্তররে হোক না কনে। স্বামীর সন্তান, যত নীচরে স্তররে হোক না কনে।

নীচে বসিতারতিভাবে মোহরমেরে পরচিয় তুলে ধরা হল:

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দেরে মধ্যযে যারা মাহরাম তাদেরে কথা সূরা নূর এ আল্লাহর এ বাণীতে উল্লেখ করা হয়ছে: “তারা যনে তাদেরে সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নমিনোকতদেরে সামনে ছাড়াস্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ, নিজরে ছলে, স্বামীর ছলে, ভাই, ভাইয়েরে ছলে, বোনরে ছলে...।[সূরা নূর, আয়াত: ৩১] তাফসরিকারকগণ বলনে: নারীর রক্ত সম্পর্কীয় মাহরাম পুরুষগণ হচ্ছেনে- এ আয়াতে যাদেরকে উল্লেখ করা হয়ছে কথিবা এ আয়াতে যাদেরে ব্যাপারে প্রমাণ রয়ছে; তারা হচ্ছে-

এক: পতিগণ। অর্থাৎ নারীর পতিগণ, যত উপররে স্তররে হোক না কনে। সটো বাপরে দকি থেকে হোক কথিবা মায়রে দকি থেকে হোক। অর্থাৎ পতিদেরে পতিরা হোক, কথিবা মাতাদেরে পতিরা হোক। তবে, স্বামীদেরে পতিগণ বৈবাহিক সম্পর্করে দকি থেকে মাহরাম হবে, এ ব্যাপারে একটু পরে আলোচনা করা হবে।

দুই: ছলেরো। অর্থাৎ নারীর ছলেরো। এদেরে মধ্যযে সন্তানরে সন্তানরো অন্তর্ভুক্ত হবে, যত নীচরে স্তররে হোক না কনে,



সটো ছলেরে দকি থকে হোক, কথিবা ময়েরে দকি থকে হোক। অর্থাৎ ছলেরে ছলেয়ো হোক কথিবা ময়েরে ছলেয়ো হোক। পক্ষান্তরে, স্বামীর ছলেয়ো: আয়াতে তাদরেকে 'স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছলেতে' বলা হয়েছে; তারা ববৌহকি সম্পর্করে কারণে মাহরাম হব; রক্ত সম্পর্করে কারণে নয়। একটু পরই আমরা সটো বর্ণনা করব।

তনি: নারীর ভাই। সহোদর ভাই হোক; কথিবা বমৌত্ৰয়ে ভাই হোক; কথিবা বপৈত্ৰীয় ভাই হোক।

চার: ভ্রাতৃপুত্রগণ; যত নীচরে স্তররে হোক না কনে, ছলেরে দকি থকে কথিবা ময়েরে দকি থকে। যমেন- বোনরে ময়েদেরে ছলেয়ো।

পাঁচ: চাচা ও মামা। এ দুই শ্রগৌ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হিসেবে মাহরাম। কনিত্ত, উল্লেখতি আয়াতে তাদরেকে উল্লেখ করা হয়নি। কনেনা তারা পতিমাতার মর্যাদায়। মানুষরে কাছও তারা পতিমাতার পর্যায়ভুক্ত। চাচাকে কখনও কখনও পতিও বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলনে: “তমেমা কা উপস্থতি ছিলি, যখন ইয়াকুবরে মৃত্যু নকিটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদরে বললঃ আমার পর তমেমা কা ইবাদত করবে? তারা বললে, আমরা তমেমা পতি-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকরে উপাস্যরে ইবাদত করব। তনি একক উপাস্য।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৩৩] ইসমাঈল (আঃ) ইয়াকুব (আঃ) এর সন্তানদরে চাচা ছিলনে। [তাফসরি আল-রাযি (২৩/২০৬), তাফসরি আল-কুরতুবী (১২/২৩২, ২৩৩), তাফসরি আল-আলুসি (১৮/১৪৩), ফাতহুল বায়ান ফি মাকাসদি আল-কুরআন (৬/৩৫২)]

দুধ পানরে কারণে যারা মাহরাম:

নারীর মাহরাম কখনও দুধ পানরে কারণে সাব্যস্ত হতে পারে। তাফসরি আলুসতি এসছে, যে মোহরমেরে সামনে নারীর সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ সে মাহরাম রক্ত সম্পর্করে কারণে যমেন সাব্যস্ত হয় আবার দুধ পানরে কারণেও সাব্যস্ত হয়। তাই, নারীর জন্যে তার দুধ পতি ও দুধ সন্তান এর সামনে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ।[তাফসরি আলুসি (১৮/১৪৩)] কনেনা দুধ পান এর কারণে যারা মাহরাম হয় তারা রক্ত সম্পর্কীয় মোহরমেরে ন্যায়; এদরে সাথে ববৌহকি সম্পর্ক চরিতরে নষিদিধ। পূর্বকোক্ত এই আয়াতটি তাফসরি করাকালে ইমাম জাসাস এ দকি ইশারা করে বলনে: “আল্লাহ তাআলা যখন পতিব্রগরে সাথে সসেব মাহরামদরেও উল্লেখ করলনে যাদরে সাথে ববিহ বন্ধন চরিতরে হারাম এতে করে এ প্রমাণ পাওয়া গলে যে, মাহরাম হওয়ার ক্ষেত্রে যে তাদরে পর্যায়ে তার হুকুম তাদরে হুকুমরে মতই। যমেন- শাশুড়ি ও দুধ পান সম্পর্কীয় মাহরামবর্গ প্রমুখ।[আহকামুল কুরআন (৩/৩১৭)]

রক্ত সম্পর্কীয় কারণে যারা যারা মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণে তারা তারাই মাহরাম হয়: হাদসি এসছে, রক্ত সম্পর্কীয় কারণে যারা যারা মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণে তারা তারাই মাহরাম হয়। এ হাদসিরে অর্থ হল, বংশীয় সম্পর্করে কারণে যমেন কছু লোক নারীর মাহরাম হয়; তমেনি দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণেও কছু লোক নারীর মাহরাম হয়। সহি বুখারীতে আয়শো (রাঃ) থকে বর্ণতি হয়েছে যে, পর্দার বধিন নাযলি হওয়ার পর আবু কুয়াইস এর ভাই আফলাহ একবার



আয়শো (রাঃ) এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইল; তিনি হিচ্ছনে- আয়শো (রাঃ) এর দুধ চাচা। কিন্তু, আয়শো (রাঃ) অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলনে তখন আয়শো (রাঃ) বিষয়টি জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দয়ার নরিদশে দনে।[সহি বুখারী শরহে কুসতুল্লানসিহ ৯/১৫০; ইমাম মুসলমিও এ হাদিসটি বর্ণনা করছেন। সহি মুসলমিরে ভাষায় “উরুয়া (রাঃ) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকে জানিয়েছেন যে, একবার তার দুধ চাচা ‘আফলাহ’ তার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু, তিনি তাকে বারণ করলেন। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন: তার থেকে পর্দা করতে হবে না। কারণ রক্ত সম্পর্কের কারণে যে সব আত্মীয় মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কের কারণেও সসেব আত্মীয় মাহরাম হয়।[সহি মুসলমি বিশারহনি নাবাবি ১০/২২]

নারীর দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয় রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মত:

ফকাহদিগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, দুগ্ধপানের কারণে যারা কোন নারীর মাহরাম হয় তারা রক্ত সম্পর্কীয় মাহরামদের ন্যায়। তাই দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের কাছে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ; ঠিকি যভোবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের কাছে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ। সে সব মোহরমেরে জন্য উক্ত মহলিার ঐ সব অঙগ দেখো জায়যে আছে রক্ত সম্পর্কীয় মোহরমেরে জন্য যা কছি দেখো জায়যে আছে।

ববোহকি সম্পর্কেরে কারণে যারা মাহরাম হয়:

ববোহকি সম্পর্কেরে কারণে সসেব পুরুষ মাহরাম হয় যাদের সাথে ববিহ চরিতরে নষিদিধ। যমেন, বাপরে স্ত্রী, ছলেরে বউ, স্ত্রীর মা।[শারহুল মুন্তাহা ৩/৭]

অতএব, ববোহকি সম্পর্কেরে কারণে যারা মাহরাম হবো: পতির স্ত্রীর ক্ষতেরে সে হবো এ নারীর অন্য ঘররে সন্তান। সন্তানেরে স্ত্রী যহেতে তিনি পতি। স্ত্রীর মা, যহেতে তিনি স্বামী। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-নূর এ বলেন: “আর তারা যনে তাদের স্বামী, পতি, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র... ছাড়া কারো কাছে তাদের সতৌন্দর্য প্রকাশ না করে”[সূরা নূর, আয়াত: ৩১] শ্বশুর, স্বামীর পুত্র ববোহকি সম্পর্কেরে মাধ্যমে মাহরাম। আল্লাহ তাআলা এ শ্রণৌকো নারীর নজিরে পতি ও পুত্রেরে সাথে উল্লেখ করেছেন এবং সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার ক্ষতেরে সমান বধিন দয়িছেন।[আল-মুগনী (৬/৫৫৫)]